67

তারিখ ... JAN. 30.1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

সারাদেশে প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় অব্যাহত

যে কোন মূল্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করাই এ সরকারের টার্গেট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শামসুর রাহমানের বাসায় হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা বন্ধের চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় অব্যাহত রয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং দেশের ১২৪ জন বিশিষ্ট আলেম পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন, কবি শামসুর রাহমানের বাসায় হামলার বুলি তুলে বর্তমান আওয়ামী সরকার কোরআন-হাসীদের শিক্ষা কেন্দ্র মাদ্রাসাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। তারই নীল নশকা হিসেবে মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার নিরীহ ছাত্রদের গ্রেফতার করে পুলিশ দিয়ে রিমান্ডের নামে নির্মমভাবে একের পর এক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভারতীয় প্রা-চাটা, গোলাম, ইসলামের চরম শত্রু নাস্তিক-মুরতাদ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে সমাবেশ করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে চিরতরে বন্ধ করে 'রাম রাজ্য' কায়েম করতে চাচ্ছে। আলেমগণ এ ব্যাপারে তাদের ধিক্কার, প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দা জানান। তারা বলেন, আমরা বর্তমান রাকশালী সরকার ও বুদ্ধিজীবীদের হুঁশিয়ার করে বলতে চাই, যদি কোন মাদ্রাসা বন্ধ করা হয় বা মাদ্রাসার কোন শিক্ষক, ছাত্র বা মসজিদের ইমামদের

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রেফতার বা নির্যাতন করা হয়, তাহলে এ সরকারসহ তাদের দোষরদেরকে বাংলার মাটি থেকে তাড়িয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তারা বলেন, এ দেশের ১২ কোটি মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র বরদাশত করেনি এবং করবেও না। মুসলিম উম্মাহকে সাথে নিয়ে তারা ইসলামের দুশমনদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে ইনশাআল্লাহ। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবু হানিফ নেসারী, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের আল-চন্দ্রাইলী, মাওলানা এম আব্বাস আলী রশিদী, মাওলানা রফিকুল ইসলাম সাঈদী, মাওলানা আবু তাহের, মাওলানা আরিফুল ইসলাম জিহাদী, মুফতী আবুল কালাম আজাদ আল-মাদানী প্রমুখ।

ইসলামী ঐক্যজোটের মজলিসে শুরার এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এক মসজিদ মাদ্রাসার বন্ধের জন্য বর্তমান সরকারের সুপরিকল্পিত চক্রান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয়, বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই কবি শামছুর রাহমান হত্যার নাটক সাজিয়ে নিরীহ মাদ্রাসার শিক্ষক ও অসহায় ছাত্রদের গ্রেফতার করে অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। সরকারের টার্গেট হল যে কোন মূল্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করে দেয়া। সরকারের এসব কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে না দাঁড়ালে এ দেশে মসজিদ-মাদ্রাসা কিছুই থাকবে না। ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা বিপন্ন হবে। জোট চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মহাসচিব মুফতী ফজলুল হক আমিনী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা এ আর এম আব্দুল মতিন, মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী, অধ্যক্ষ মাসুদ খান, মাওলানা জুনায়েদ আল-হাবীব, মাওলানা শেখ লোকমান হোসেন, মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী, মাওলানা আহলুল্লাহ ওয়াছেল প্রমুখ। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এই বিষয়ে আগামী ৩১ জানুয়ারী (রবিবার) দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন এবং ৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ও ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব জনাব এ আর এম আবদুল মতিন বলেছেন, এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, এই সরকার দেশকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির নিরাপদ ভূমি বানাতে চায়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গল প্রদীপ জালানো, মূর্তি স্থাপনসহ হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রসার ঘটাচ্ছেন। শাঁখা, সিঁদুর, রাখী বন্ধন, বর্ষ বন্দনা, নৃত্য ও চিত্রকলায় একই বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যেই জনমন থেকে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধকে সমূলে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে সরকার। তিনি বলেন, যাদেরকে ইতোমধ্যে তথাকথিত হরকাতুল জেহাদ ও লাদেন বাহিনী নামে গ্রেফতার করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধে তারা এ পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ আনয়ন করতে পারেনি। হয়রানিমূলক চুয়ান্ন ধারায় গ্রেফতার করে সরকার কল্পিত ধূম্রজাল সৃষ্টি করছে। তিনি এই ধরনের হীনকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান এবং অবিলম্বে নিরপরাধ গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তিলাভের আহবান জানান।

বিপ্লবী রাশেদীন পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নাজিম হাবিবুজ্জামান বলেছেন, পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগের দিন সুপরিকল্পিত পন্থায় কবি শামসুর রাহমানের পরিবার-পরিজন এবং নিকটস্থদের আদম ব্যবসার বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার্থে যে কল্পনাপ্রসূত 'মৌলবাদীদের আক্রমণের' নাটক সাজানো হয়েছে এদেশের ১২ কোটি মুসলমানদের প্রতি তা অবজ্ঞা এবং অসম্মান প্রদর্শন।